মুনাফিকের চরিত্র

আব্দুর রহিম বাগেরহাটী

unityofmuslimummah.wordpress.com

মুনাফিকের চরিত্র

লেখক
আব্দুর রহিম (বাগেরহাটী)
প্রধান খতিব, পাঁচদোনা মোড় জামে মসজিদ
পোঃ পাঁচদোনা, থানা+জেলা ঃ নরসিংদী
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-১৮১৮৮৫

তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারী, ২০০৮ ইং

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সালাফিয়া লাইব্রেরী
পাঁচদোনা মোড়, পোস্ট ঃ পাঁচদোনা, থানা+জেলা ঃ নরসিংদী
তাওহিদ কম্পিউটার্স
বংশাল, ঢাকা।

Scan By iEC

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এমনকি মাঝে মাঝে তসবীহ ও বগলে জায়নামাজ দাবিয়ে সকলের আগে চলতে দেখা যায়। সুতরাং এখন আমরা সেই নবুয়াতীর স্বচ্ছ দৃষ্টি কোথায় পাই, যা আমাদেরকে উহাদের পাদপীঠ মনোভাব অবলোকন করে উহাদের ষড়যন্ত্র ও কারসাজি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে পারে? সেই অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচনকারী অহীর পয়গাম কোথায়; যা প্রয়োজনের সময় আওয়াজ দিয়ে উহাদের গালভরা বুলি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করতে পারে? এ সব অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত রূপে মুমীন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য রেখা অংকিত করে দেয়া শুধু কেবল মুশকিলই নয় বরং অসম্ভব ব্যাপার। নির্ভরযোগ্য অনির্ভর যোগ্যের পার্থক্য রেখা সৃষ্টি করার কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যের জন্য আদৌ কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। কুরআনে হাকীম যদি রব্বুল আলামীনের নাযিল কৃত এবং দুনিয়ার সর্বশেষ মুহূর্তের জন্য চূড়ান্ত মীমাংসাকারী জীবন সমস্যার শ্বস্বত সমাধান রূপে এসে থাকে (অবশ্যই এসেছে) তবে নিঃসন্দেহে সে যে অস্থিরতা ব্যাকুলতা ও কঠিন বিপদের সময় যে আমাদেরকে আজও পথ প্রদর্শন করবে, আর মুনাফিকীর আলামত ও নিদর্শনের এক একটি রোগের কানে আঙ্গুলী নির্দেশ করে আমাদেরকে বলে দিবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সুতরাং এ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন আমরা আল কুরআনের প্রতি প্রকৃতি নিবন্ধ করি তখন একই সাথে নেফাকী রূপ রেখাটির বিভিন্ন গতি ধারা এবং উহার মুখমন্ডলের প্রকৃত চেহারা আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। এই নেকাবহীন রূপরেখাটি আমাদেরকে উহা সব কিছুই অবহিত করে দেয় যা জানার জন্য আমরা উদগ্রীব।

আসুন আমরা এই রূপরেখাটি অবলোকন করি। কিন্তু উহার উপরের আবরণটা অবলোকন করার পূর্বে উহার অভ্যন্তরীন রূপটা দেখা আশু প্রয়োজন। আর এ জন্য প্রথমতঃ মুনাফিকের চরিত্র বই এবং উহার মূল বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করে দেখা উচিৎ। কেননা ইহা ব্যতীত নেফাকের বাস্তব রূপ ও ক্রিয়া খুজে বের করা যাবে না। আর যখনই নেফাকের মূল ক্রিয়াকান্ড খুজে বের করে তদঅনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারবেন তখনই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কাজে লাগবে বলে আশা করি।

বিনীত-
লেখক
আব্দুর রহিম।

ভূমিকা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ইসলামের বিরুদ্ধে আবহমান কাল ধরে যে দু'টি শক্তি তলোয়ার হাতে নিয়ে দন্ডায়মান রয়েছে তার একটি হচ্ছে কুফর, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নেফাক। ইসলামী ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে, ইসলামের পথে কাফেরগণ যতটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তার চেয়ে মোনাফেকদের সৃষ্টি বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা গুলো গুরুত্বের দিক দিয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে যে, মোনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও কারসাজির পরিণতি হিসাবেই কাফেরদের অধিকাংশ বিদ্বেষ মূলক কার্যক্রম সংগঠিত হতো। উহারা মোশরেকগণকে যুদ্ধের ময়দানে নামাতে ইন্ধন যোগিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের প্রতারণা মূলক কার্যক্রম দ্বারা মুসলমানদের বিপুল ক্ষতি করিয়াছে। নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবাগণকে অপমানিত ও অসম্মানিত করেছে। ইসলামী জীবন বিধানের সুস্থ সাবলীল দেহটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জরুরী ব্যাধির জীবানু প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মোটকথা ক্ষতি সাধন ও অসুবিধা সৃষ্টির সম্ভাব্য যত রকমের পথ থাকতে পারে উহার মধ্যে কোনটা এসব ফেৎনাবাজ শয়তানী তন্ত্রের পতাকাবাহীরা হাত ছাড়া করেনি। কুফর ইসলামের বিরুদ্ধে নেকাব উন্মোচন করে ডাক ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে নেফাক ললাটে বন্ধুতার লেবেল লাগিয়ে, দোস্তীর সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে ইসলামের ঘরে বসেই শত সহস্র চোরাই পথে এমনভাবে উহার মূল শিকড় কেটে দিয়ে থাকে, যা অধিকাংশ সময়ই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝে উঠা সম্ভবপর হয় না। এখন চিন্তা করুন কুফরের চেয়ে নেফাকের ভয়াবহতা কত প্রকট ও কার্যকর হয়ে থাকে। দিবালোকে ভূ-পৃষ্ঠের উপর চলমান বিষধর সর্পকে মেরে ফেলা মোটেই কষ্টকর নয়। কিন্তু সেই সর্প বা বিচ্ছু হতে রেহাই পাওয়া শুধু মুশকিলই নয় বরং অসম্ভব যা আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হক্ব ও বাতেলের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলছিল বর্তমান যুগেও তেমনি সংগ্রাম আমাদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। হক্ব এর বিরুদ্ধে সেই বিরাট দু'টি বাতিল শক্তি আজও যুদ্ধরত যে শক্তি দু'টি ওহুদের ময়দানে এবং মদীনার অলিতে গলিতে ইসলামের বিরুদ্ধে কারসাজি এবং নেফাকের ফেৎনা। এরা উভয়ই নিজ নিজ পথে কুরআন ও ইসলামের শিকড় কাটার কাজে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং ইসলামের প্রতিরক্ষা ও উহার খেদমতের জন্য ইহার আসল দরদী অনুসারীদের জন্য কুফরের এহেন কারসাজি চিরতরে নিস্তব্ধ ও বানচাল করে দেওয়া যেরূপ অপরিহার্য। তদ্রূপ নেফাকের এহেন ফেৎনাকে উৎপাটিত করাও

অপরিহার্য। বরং গুরুত্বের দিক দিয়ে নেফাকী ফেৎনার নিরূপন প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বড়ই আশ্চার্যের বিষয় যে, কোন এক যুগে কয়েক হাজার মুসলমানদের ছোট একটি জামায়াত তৎকালীন পৃথিবীর কথিত বৃহৎ শক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত করে দেয়ার পরও নিজেদের দেহে কোনরূপ দূর্বলতা অনুভব করতো না। এই মুসলিম জাতিটি সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র সভ্য জগতের উপর নিজেদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঝান্ডা সমুন্নত রেখেছিল। কিন্তু আজ সেই ইসলামের নাম উচ্চারণকারী এবং কুরআন অনুসরনের দাবীদারগণ সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সামনে তাদের কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছেনা। বরং জাহেলিয়াত তার প্রভাব দ্বারা উহাদেরকে ঘিরে ফেলেছে, আর সেই ইসলামী জীবন বিধান একটি রূপকথা ও কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে যার নাম উচ্চারণ করার পূর্বে স্বয়ং উহার অনুসারী ও ঝান্ডা উত্তোলন কারীদের নিজেদের ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে। এর কারণ কি? সত্যের মূল প্রকৃতি কি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে আল্লাহর বিধান কি পাল্টে গিয়েছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে বিবর্তন মূলতঃ ইসলামের মধ্যে আসেনি, বরং বিবর্তন এসেছে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে। আর এর মধ্যে বহু সংখ্যক এমন লোক আছে যারা আমলী মোনাফেকের বিষাক্ত গুনাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে। এমনকি এদের মধ্যে আকিদা বিশ্বাসগত নেফাকী রোগেরও কমতি নেই। এ লোকগুলি বহুল পরিমাণে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকার কারণে আসল মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকেও কর্মহীন করে দিয়েছে।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, এহেন দায়িত্ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যখন ইসলামের কোন কল্যাণ মূলক কাজ নবুয়াতী যুগে করা সম্ভবপর হয়নি, তখন বর্তমান যুগে বা ভবিষ্যতে উহা কি করে সম্ভবপর হতে পারে?

কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর জন্য বর্তমান অবস্থায় উহাদের পক্ষে যতখানি সুযোগ এনে দিয়েছে, এমন সুযোগ উহাদের ইসলামের প্রথম যুগে ছিলনা। এ মুস্কিলের কি কোন দাওয়া বা ঔষধ আছে যে আবু লাহাব, আবু জেহেল তো নিজেরাই প্রকাশ্যে নিজেদেরকে ইসলামের শত্রু ঘোষণা দিয়েছিল, আমরা উহাদেরকে তো চিনে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা তো আমাদের মুসলিম দলে দু'একজন নয় অগণিত বর্তমান রয়েছে। উহাদের খবর আমরা কি করে রাখতে পারি? উহাদের খবর রাখার কোনই উপায় দেখছিনা। কেননা উহাদের নামতো মুসলমানদের নামের ন্যায়। উহাদের মুখ থেকে ইসলামের স্বার্থের কথা খুবই শুনা যায়। এমন কি উহাদের আঁখিযুগল হতে ইসলামের প্রতি দরদ ও সমবেদনার অশ্রু প্রবাহিত হতেও দেখা যায়,

unityofmuslimummah.wordpress.com

অভিমত

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকর যে, দীর্ঘ প্রত্যাশার পর ইসলাম প্রিয় ভাই বোনদের নিত্য ব্যবহারিক জীবনের জন্য একটি দুর্লভ পুস্তক "মুনাফিকের চরিত্র" বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মুনাফিকের স্থান কোথাও নেই-না এ দুনিয়ায়, না ঐ দুনিয়ায়। কিন্তু কে মুনাফিক তা আমরা চিনতে পারি না। তাকে চিনতে ও বুঝতে হলে আল কুরআনের সাহায্যেই চিনবার চেষ্টা নিতে হয়। মুনাফিক সংক্রান্ত আয়াতগুলি এক ঝলকে পাবার জন্য আমরা এতদিন ধরে হা করে তাকিয়ে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে স্বনামধন্য জনাব আব্দুর রহিম সাহেব আমাদের এই অসুবিধাটা দূর করে বড়ই উপকার করেছেন। যারা সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুল (সঃ) এর প্রকৃত অনুসারী হতে দৃঢ় সংকল্প পোষণ করে তাদের জন্য এই পুস্তক মাইল-ফলক হিসাবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই পুস্তক খানি সমাজে সর্বস্তরের মানুষের নিকট গৃহীত হোক এটা আমার একান্ত কামনা। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং তার রচয়িতাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে তাঁর সংগ্রামী জীবনকে আরো মজবুত করে তোলেন।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ হাসান আলী।
বসুপাড়া- বাঁশতলা।
খুলনা সিটি,

unityofmuslimummah.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

১। মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী -- ১
২। মুনাফিকরা ওয়াদা খেলাফ করে ------------------------------ ৮
৩। মুনাফিকদের অন্তরে ব্যাধি------------------------------------ ১২
৪। মুনাফিকগণ দ্বিমূখী চরিত্রের-------------------------------- ১৩
৫। মুনাফিকদের পোষাক সুন্দর -------------------------------- ১৪
৬। মুনাফিকরা নিজেদের কাজে খুশি হয়------------------------- ১৭
৭। মুনাফিকদের সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না------------------- ১৮
৮। মুনাফিকদের নেতৃত্ব মানা হারাম--------------------------- ২১
৯। মুনাফিকরা হেদায়েত পাবে না------------------------------ ২৪
১০। মুনাফিকদের জানাজা পড়া যাবে না------------------------ ২৫
১১। মুনাফিকদের দান আল্লাহ্ কবুল করেন না----------------- ২৬
১২। মুনাফিকদের আরো ৪টি বৈশিষ্ট্য---------------------------- ২৮
১৩। নামায রোজা করেও মানুষ মুনাফিক হয়-------------------- ৩১
১৪। মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না--------------------- ৩৩

unityofmuslimummah.wordpress.com

মুনাফিকের চরিত্র

১। মুনাফিকরা মিথ্যা কথা বলে।

(১) وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ—

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছে যে, নিশ্চই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরা-মুনাফেকুন-১)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতার কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকরা যে নবীজিকে আল্লাহর রাসুল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের কথাটা অবশ্যই সত্য; কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী হবার কারণ হল, তারা মুখে আল্লাহ ও রাসুলকে মান্য করার দাবি করলেও অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে। এ থেকে বোঝা গেল যে, মিথ্যাবাদিতা মূলত দুই প্রকার। এক হলো যদি ভাল ও সত্য কথাই মুখে উচ্চারণ করা হয় কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত মনোভাব রাখা হয়।

অপরটি হলো যদি সরাসরি মন্দ ও মিথ্যা কথাই বলা হয়। মুনাফিকরা আল্লাহ রাসুল, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কখনো মুখে সুন্দর ও ইতিবাচক মনোভাব গোপন রাখে। আবার কখনো মুখেই অশোভন ও নেতিবাচক কথা প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হল নিজের ব্যাপারে মিথ্যা বলা, আর দ্বিতীয়টি হল যার সম্পর্কে বলছে তার ব্যাপারে মিথ্যা বলা। মূলত মিথ্যাচারেই হচ্ছে মুনাফিকদের প্রধান অবলম্বন। তারা মিথ্যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে পারে যে, তার মধ্যে কোন ফাঁক বের করাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, যা আয়েশার (রাঃ) নামে ইবনে উবাই যে অপবাদ রচনা করেছিল তাতে কয়েকজন বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

মিথ্যা হল মুনাফিকের প্রথম চিহ্ন। মিথ্যা সত্যকে ঢেকে ফেলে। অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন, জখম করে, সুদ, ঘুষ খেয়ে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। চাকুরি, ব্যবসা ও শিক্ষকতা মিথ্যা ছাড়া চলে না। এক কথায় মিথ্যা আজ সমাজ জীবনের সর্বত্র ছেয়ে গেছে। জাতি আজ কার নিকট কি প্রত্যাশা করবে? শিক্ষিত মানুষ সত্য বলবে আর অশিক্ষিত লোকেরা বলবেনা, ছোটরা সত্য বলবে আর বড়রা বলবেনা এটাই যেন আজ সমাজের নেতারা শিক্ষা দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি সত্যকে গোপন করতে সহস্র মিথ্যাও হিমশিম খায় এ জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন-

মুহাদ্দিসীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ হাদীসগুলি বাছাই হবার পরও বেশ কিছু কিছু জাল ও জঈফ হাদীসের উপর আমল চলে আসছে অজ্ঞতার কারণে অথবা জেদের বসে কিংবা রেওয়াজ রুসম দীর্ঘদিনের হাজার হাজার লোকের আমলের অজুহাতে। এগুলো সম্ভব হয়েছে একমাত্র মিথ্যার কারণেই। যে সকল কথিত আলেম এহেন মিথ্যা হাদীস ছড়ায় তারা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সতর্কবাণীর দিকে আদৌ খেয়াল করে না। " আমার কথা নয় এমন কোন কথা যদি কেউ আমার নামে বয়ান করে তবে তা পরিত্যাজ্য ও তার স্থান হবে জাহান্নামে।"

বোখারী-বাংলা আধুনিক ১ম-হাঃ নং-১২০৯

✡ মিথ্যার পরিনতি সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী

وَكَذَّبُوا اٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

আর যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে আমার আয়াতকে তাহারা হইবে দোযখী। সূরা বাকারা- ৩৯ আয়াত।

✡ যে সকল আলেম কুরআন হাদীসের নামে ভেজাল ওয়াজ করে তারা মিথ্যাবাদী, মুনাফিক ও জাহান্নামী

وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما

هو من الكتب ويقولون هو الله الكذب وهم يعلمون

অর্থাৎ- আর নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে একদল আছে, যাহারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত করে, যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে। সূরা আল-ইমরান-৭৮।

✡ মিথ্যাবাদীদের নিদর্শন আল্লাহ রেখে দিয়েছেন

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ—

অর্থাৎ- অতএব তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং দেখিয়া লও যে, মিথ্যাবাদীদের পরিনাম কিরূপ হইয়াছে। সুরা আল এমরান-১৩৭।

✡ মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্থ-

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে যাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে। সূরা আন আম-৩১।

✡ মিথ্যাবাদীদের মৃত্যু যন্ত্রণা সাংঘাতিক কঠিন হবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ—

অর্থাৎ- আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম কে হইবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়? আর যদি হে নবী (সঃ) আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় অভিভূত হইবে এবং ফেরেশতাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিতে থাকিবে এবং বলিবে নিজেদের প্রনগুলি বাহির কর; আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে। সূরা আনয়াম-৯৩।

✡ না জেনে না বুঝে যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা ওয়াজ করে তারা কখনও হেদায়াত পাবে না।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ—

অর্থাৎ- তাহার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হইবে, যে ব্যক্তি বিনা প্রমানে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করিবেন না। সূরা আনয়াম-১৪৪।

✡ সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলার পরিনতি।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا

অর্থাৎ- যাহারা শোআইব (আঃ) কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছিল তাহাদের এমন অবস্থা হইল, যেন এ সমস্ত ঘরে তাহারা কখনও বসবাস করে নাই। সূরা আরাফ-৯২।

✡ মিথ্যাবাদীর শাস্তি।

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ—

অর্থাৎ- ফেরআউনের লোকদেরকে আমি নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম, এই জন্য যে, তাহারা আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিত এবং তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অমনযোগী। সূরা আরাফ-১৩৬।

✡ মিথ্যাবাদীদের আমল কখনও কাজে আসবেনা।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

অর্থাৎ ঃ আর যাহারা আয়াতগুলিকে এবং ক্বিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে তাহাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হইয়াছে। সূরা আরাফ-১৪৭।

✡ মিথ্যাবাদী ও কুকুর উভয়ই সমান।

ফলত ঃ তাহার অবস্থা কুকুরের মত হইয়া গেল, তুমি যদি উহাকে অতিক্রমন কর তবুও হাঁপাইতে থাকে অথবা যদি তাহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও হাঁপাইতে থাকে; এই অবস্থাই হইল সেই লোকদের যাহারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সূরা আরফ-১৭৬।

✡ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেই মানুষ মুনাফিক হয়।

অনন্তর আল্লাহ তা'য়ালা তাহাদের শাস্তি স্বরূপ তাহাদের অন্তর সমূহে কপটতা সৃষ্টি করিয়া দিলেন, যাহা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকিবে, এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ তা'য়ালার সহিত ওয়াদা খেলাফ করিয়াছে এবং তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। সূরা তওবা-৭৭।

✡ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ।

যাহারা নিজেদের রবের সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে শুনিয়া লও এমন যালিমদের উপর আল্লাহর লানাৎ। সূরা হুদ-১৮।

✡ সঠিক মাসআলা না জেনে ফতওয়া দেওয়া মুনাফিকী।

আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কেবল তোমাদের মৌখিক মিথ্যা দাবী রহিয়াছে, উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিও না যে, অমুক জিনিস হালাল এবং অমুক জিনিস হারাম, ইহার সারমর্ম এই হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কর; নিঃসন্দেহে যেই সকল লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহারা কখনও সফলতা লাভ করিবে না। সূরা নহল-১১৬।

✡ মিথ্যাবাদীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাস্তি।

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

অর্থাৎ- আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে, শাস্তি তো তাহার জন্য, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়। সূরা ত্বা-হা-৪৮।

✡ মিথ্যাবাদীর শাস্তি দুনিয়ায়।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

অর্থাৎ- পঞ্চমবারে বলিব যে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহর লা'নত। সূরা নূর-৭।
স্বাক্ষী ছাড়া বিচারের পদ্ধতি ইসলামী শরিয়াতে ইহাই।

✡ সত্যবাদী হওয়ার জন্য চারজন সাক্ষী দরকার।

لَوْ لَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ....

অর্থাৎ-তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? সূরা নূর-১৩।

✡ কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী একদিন আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন।

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ—

অর্থাৎ- আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মিথ্যাবাদী। সূরা আনকাবুত-৩।

✡ মিথ্যা কথা বলার কারণে ভূমিকম্প হয়।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ—

অর্থাৎ- কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল। সূরা আনকাবুত-৩৭।

✡ যাহারা অন্ধভাবে আলেমদের কথা বিশ্বাস করে তাহারা মিথ্যাবাদী।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ

زُلْفٰى— السورة لزمار—٣

অর্থাৎ- যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যাকে ওলি বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে আমরা তো ইহাদের কথামত এবাদাৎ করি এ জন্যই যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্য আনিয়া দিবে। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাহাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। সূরা যুমার-৩।

✡ মিথ্যাবাদীদের মুখ ক্বিয়ামাতের মাঠে কাল হয়ে উঠবে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ—

অর্থাৎ- যাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি ক্বিয়ামতের দিন তাহাদে মুখ কালো দেখিবে।সূরা যুমার-৬০।

✡ মিথ্যাবাদীদের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন বড়ই দুর্ভোগ।

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ—

অর্থাৎ- দুর্ভোগ সেই দিন সত্য অস্বীকার কারীদের। সূরা তুর-১১।

✡ মিথ্যাবাদীরা গনগনে আগুনে জ্বলবে।

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ—

অর্থাৎ- ইহাই সেই গনগনে অগ্নি যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে। সূরা তুর-১৪।

✡ আল্লাহর কোন নেয়ামাতকে অস্বীকার করার পথ নেই।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ—

অর্থাৎ- সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
সূরা আর রহমান-১৩।

✡ মিথ্যাবাদীরাই বাতিল পন্থীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا
مِنْهُمْ ولا منهم وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ—

অর্থাৎ- তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদের দলভুক্ত নহে এবং উহারা জানিয়া মিথ্যা শপথ করে। সূরা মুজাদালা-১৪।

✡ মিথ্যাবাদীদের কথা কখনও গ্রহণ করবেনা।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ—

অর্থাৎ- সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরন করিও না। সূরা কলম-৮।

✡ কে মিথ্যাবাদী তা কেহ না জানলেও আল্লাহ্ পাক জানেন।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِيْنَ-

অর্থাৎ- আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী রহিয়াছে। সূরা হাককা-৪৯।

✡ বেহেস্তে মিথ্যা বাক্য থাকবে না।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا-

অর্থাৎ- সেই সুখরাজ্যে তাহারা শুনিবেনা অসার ও মিথ্যা বাক্য। সূরা নাবা-৩৫।

২। মুনাফিকরা ওয়াদা খেলাফ করে।

(٢) الم تر الى الذين نافقو ايقو لون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكذبون ٥ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون ٥

অর্থাৎ ঃ হে রাসুল (সঃ) তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই?
উহারা কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদের সেইসব সঙ্গীকে বলে, "তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কাহারও কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুত উহারা বহিস্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদের সহিত দেশত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না। (বনী নযীরের ঘটনা) সূরা হাশর-১১

ব্যাখ্যাঃ মুনাফিকদের আর একটি স্বভাব ওয়াদা খেলাপ করা। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, মুখে এক অন্তরে অন্যরূপ এবং যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করা মুনাফিকি। প্রতারণা, টালবাহানা ও চেহারা পরিবর্তন সবই মুনাফিকির আলামত।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সঃ) মদীনার নাগরিকদের সাথে পরামর্শ করেন কিভাবে এবং কোথায় যুদ্ধ করা হবে। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে মদীনার বাইরে গিয়ে মক্কাবাসী শত্রুদের মুকাবিলা করা হবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক এক হাজার সৈন্য নিয়ে মহানবী (সঃ) মদীনা হতে বেশ কিছু দূরে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল তার তিনশত সঙ্গী নিয়ে নবী (সঃ) এর বাহিনী পরিত্যাগ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। এ হল মুনাফিকির রূপ। সিদ্ধান্ত যখন হয় তখন আর ভিন্ন মত পোষণ করার অবকাশ থাকে না। ব্যক্তিগত আপত্তি থাকার কারণে সমবেত সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে দিবার অপচেষ্টার নাম মুনাফিকি।

আমাদের সমাজেও এরূপ বহুত আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মীর জাফর আছে। তারা চুক্তি করে আবার তা ভঙ্গ করে। ওয়াদা করে আবার তা লংঘন করে। এরাই আসল প্রতারক। আবার কিছু লোক আছে তারা চুক্তি পালনকারী আর চুক্তি ভঙ্গকারী উভয় দলকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুযোগ মত এদের সাথেও থাকে। দোটানায় দোদুল্যমান। এরাও মুনাফিক।

ওয়াদা পালন না করলে মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি সমাজ, দেশ ও জাতি ক্ষত্রিগ্রস্থ হয়।

ওয়াদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ-

✡ মুশরিকদের সাথে ওয়াদা করলেও পূরণ করবে।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

অর্থাৎ- তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ক্রটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করিবে। সূরা তাওবা-৪।

✡ ওয়াদা খেলাফকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ—

অর্থাৎ- তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রুপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর; ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়। তওবা-১২।

✡ ওয়াদা পালনকারী মহা পুরস্কার পাবে।

وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا—

অর্থাৎ- এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহা পুরস্কার দেন। সূরা ফাতাহ-১০।

✡ ওয়াদা পালন করা মু'মিনের পরিচয়।

وَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا

অর্থাৎ- প্রকৃত মু'মিনের এবাদত ....প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করা। সূরা বাকারা-১৭৭।

✡ মানুষ ওয়াদা পালন করলে আল্লাহ তা'য়ালাও তার ওয়াদা পালন করবেন।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ—

অর্থাৎ- আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। সূরা বাকারা-৪০।

✡ ওয়াদা পালন করা মোত্তাকীর আলামত।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ—

অর্থাৎ- হাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদিগকে ভাল বাসেন। সূরা আল-ইমরান-৭৬।

✡ ওয়াদা খেলাফকারীর প্রতি আল্লাহ ক্বিয়ামাতের মাঠে ঘৃনায় তাকাবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ—

অর্থাৎ- যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাহাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তু শাস্তি। সূরা আল ইমরান-৭৭।

✡ সর্বদা সত্য কথা বলিবে। وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

অর্থাৎ- যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য কথা বলিবে। সূরা আনয়াম-১৫২।

✡ ওয়াদা সম্পর্কে ক্বিয়ামাতে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا--

অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে। সুরা বানী ইস্রাইল-৩৪।

✡ যাহারা ওয়াদা পুরণ করে তারা সফলকাম হইবে।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - وَالَّذِينَ عَهْدِهِمْ رٰعُونَ-

অর্থাৎ- অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মুমিনগণ যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। সূরা মু'মিনুন-৮।

৩। মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহর লানৎ।

(٣) وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ-

অর্থাৎ- মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লানাৎ ও তাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত। (সূরা ফাতাহ-৬)

৪। মুনাফিকগণ উপরে মিল রাখে কিন্তু অন্তরে ফাঁক।

(٤) تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتّٰى

অর্থাৎ ঃ তুমি মনে করো উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই।
(সূরা হাশর-১৪)

৫। মুনাফিকদের অন্তরে ব্যাধি।

(৫) وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا-

অর্থাৎ ঃ আর স্মরণ কর, মুনাফিকরাও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া ছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।' (সূরা আযাব-১২)

৬। মুনাফিকদেরকে ভাল কাজে ডাকলে আসে না।

(৬) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ
الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا-

অর্থাৎ ঃ তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রাসুলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে। (সূরা নিসা-৬১)

৭। মুনাফিকরা কুৎসা রটায়।

(৭) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي
الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا-

অর্থাৎ ঃ যদি এ মুনাফিকরা আর ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তর সমূহে কলুষতা আছে এবং ঐ সমস্ত লোক যাহারা মদিনায় মিথ্যা সংবাদ রটাইয়া থাকে তাহারা যদি নিজেদের কার্য হইতে বিরত না হয় তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাহাদের উপর শক্তিশালী করিব। (সূরা আহযাব-৬০)

৮। মুনাফিকগণ নিজ দিগকে পূর্ণ ঈমানদার মনে করে।

(৮) يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ আত্মসমর্পন করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পন আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিওনা বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সূরা হুজুরাত-১৭।

৯। মুনাফিকদের কথায় ও কাজে মিল নাই।

(৯) يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ-

অর্থাৎ ঃ উহারা মুখে তাহা বলে যাহা উহাদের অন্তরে নাই। (সূরা ফাতাহ-১১)

১০। মুনাফিকরা দ্বিমুখী চরিত্রের হয়।

(১০) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ-

অর্থাৎ ঃ মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রহিয়াছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি' কিন্তু তাহারা মু'মিন নহে; সূরা বাকারা-৮।

১১। মুনাফিকগণ নিজদিগকে বড় জ্ঞানী মনে করে।

(১১) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ-

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকদেরকে যখন বলা হয়, যেসকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব? সূরা বাকারা-১৩।

১২। মুনাফিকগণ মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা করে।

(১২) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا- وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ-

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ যখন মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর যখন তাহারা গোপনে তাহাদের সঙ্গীদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, আমরাতো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা তামাশা করিয়া থাকি। সূরা বাকারা-১৪।

১৩। মুনাফিকদের সম্পর্ক বেদ্বীনদের সাথে।

(١٣) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

অর্থাৎ ঃ মু'মিনগণের পরিবর্তে তাহারা কাফির দিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। (এর পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। সূরা নিসা-১৩৯।

১৪। মুনাফিকরা নামায পড়ে অলসতার সাথে।

(١٤) وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى-

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়। সূরা নিসা-১৪২।

১৫। মুনাফিকরা নামায পড়ে লোক দেখানোর জন্য।

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ ٥

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ সালাতে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখনোর জন্য। সুরা নিসা-১৪২

১৬। মুনাফিকরা আল্লাহর যিকর খুব কমই করে।

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ٥

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। সুরা নিসা-১৪২

১৭। মুনাফিকরা সর্বদা দ্বিধাগ্রস্থ।

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ দোটানা দোদুল্যমান না ইহাদের দিকে না উহাদের দিকে। সূরা নিসা- ১৪৩।

১৮। মুনাফিকদের লেবাস ও কথা বার্তা সুন্দর কিন্তু ভিতরে বিষ।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ

অর্থাৎ ঃ তুমি যখন মুনাফিকদের দিকে তাকাও দেখবে, উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবন কর যদিও উহারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভ সদৃশ। সুরা মোনাফেকুন-৪।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের শুরুতে মুনাফিকদের দৈহিক সুন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে মহান আল্লাহ পাক মুনাফিক ও কপট বিশ্বাসী লোকদের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন। মুনাফিকদের দেহাকৃতি ও অঙ্গ সৌষ্ঠব মানুষকে চমৎকৃত করে। তাদের কথা শ্রবনেন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়। তারা মানুষকে দেহ সৌষ্ঠব ও চাতুর্য্যপূর্ণ কথার দ্বারা উপলব্ধ ও প্রভাবিত করে তোলে। আসলে মানুষের ধন, সম্পদ, রূপ, সৌন্দর্য, শরীর, স্বাস্থ্য, বাগ্মিতা ইত্যাদি সবই আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। যারা ঈমানে উন্নতি লাভ করে, তাদেরকে আল্লাহ এসব দিয়ে ইমপ্রেশন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, যাতে তারা মানুষকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। আবার যারা কুফর ও মুনাফিকিতে উন্নতি লাভ করে, তাদেরকেও আল্লাহ এসব দিয়ে ইমপ্রেশন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন, যাতে তারা মানুষকে মিথ্যার দিকে আকর্ষণ করতে পারে। এখন সাধারণ মানুষ কার দিকে আকৃষ্ট হবে, কার ডাকে সাড়া দিবে, সেটা তাদের ব্যাপার। তবে ঈমানদার চেহারায় নূরানী জ্যোতি আর ঈমানদারদের রূপ সৌন্দর্য এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ পোশাকে মুসলমান অন্তরে মুনাফিকি এরা আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকার কাফেরদের ষড়যন্ত্রের প্রচারক যেমন বলে যদি ইসলাম সত্য হতো তবে আমরা কেন মুসলমান হলাম না।

দ্বিতীয় ইসলামী শত্রুদের গুপ্তচর- যেমন মুসলমানদের গোপনীয় আলোচনা শুনে তাদের দুষমনদের নিকট বলে দেওয়া।

১৯। মুনাফিকদের চিত্ত কলুষিত বলেই যে কোন গন্ডগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা যে কোন শোরগোলকে মনে করে ওটা বুঝি তাদেরই বিরুদ্ধে হচ্ছে। সূরা মুনাফিকুন-৪।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যেক শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তাইতো আমরা দেখতে পাই, কোন মাদ্রাসায় শরীর চর্চা হতে দেখলে তারা সেটাকে সামরিক প্রশিক্ষণ মনে করে, তালেবান তৈরীর কারখানা মনে করে। বসনিয়ায় আমেরিকা বিদেশী মুজাহিদদের বিতাড়িত করেছে এই যুক্তিতে যে, তারা নাকি মার্কিন সৈন্যদের জন্য হুমকি স্বরূপ।

কাজেই বসনিয়ায় মার্কিন সৈন্য এবং বাংলাদেশে কোন মুসলমানদের মনে যদি ঐ ধরনের অপরাধ যজ্ঞ লিপ্ত হবার বাসনা না থাকে, তাহলে মুজাহিদদের উপস্থিতি তাদের জন্য আতঙ্কের কারণ হবে কেন?

তাইতো মার্কিন সৈন্যরা পৃথিবীর যেখানেই যাবে, সেখানেই যে কোন ইসলামী শক্তিকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করবে।

আসলে মনের ভিতর অপরাধ প্রবণতা থাকলে কোথাও সামান্য হৈ চৈ দেখলেই সন্দেহ হয় যে, মানুষ আমার অপরাধের কথা জেনে ফেলল কিনা বা আমার অপরাধের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে কিনা। চোরের মনে পুলিশ পুলিশ বটে।

মুনাফিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ বা শোরগোল হয় না তা নয়, কিন্তু তারা প্রত্যেক শোরগোলকেই নিজেদের বিপক্ষে মনে করে। তারা শত্রু, অতএব তাদের থেকে সতর্ক হোন। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদেরকে মুসলমানরা শত্রু হিসাবেই জানে, তাই তাদের শত্রুতার উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমান বেশধারী মুনাফিকদের চেনা আমাদের পক্ষে কঠিন হওয়ায় আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সাবধান করেছেন। মুনাফিকদের চেহারা ও কথাবার্তা আকর্ষণীয় হওয়ায় তাদের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

কাফেররা সরাসরি বোমা ছুড়ে বা গান পাউডার ছিটিয়ে মুসলমানদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু মুসলমানদের ঘরবাড়িতে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকরা ঘরের নিচে ডিনামাইট পুতে রাখে যা কেউ টেরও পায়না। অতএব সু-কৌশল অগ্নিকান্ড ঘটিয়ে সেবক হিসেবে নিজেদেরকে তখন আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধি নিষেধ এবং মুসলমানদের বাদ-প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পাপের পথে অটল থাকতে পারাকে তারা গর্বের বিষয় মনে করে।

২০। মুনাফিকরা দুনিয়ার স্বার্থে এবাদৎ করে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَانَّ بِهٖ—
وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۝

অর্থাৎ ঃ মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর 'ইবাদাত করে দ্বিধার সহিত; তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সূরা হাজ্জ-১১।

২১। মুনাফিকরা আল্লাহ্ ও রাসুলকে প্রতারক মনে করে।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا۝

অর্থাৎ ঃ স্মরণ কর, মুনাফিকরা ও যাহাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে। সূরা আহযাব-১২

২২। মুনাফিকরা স্বার্থ পাইলে খুশি হয় আর স্বার্থ না পাইলে অসন্তুষ্ট হয়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ۝ توبة– ٥٨

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে পরিতুষ্ট হয়, আর না দিলে বিক্ষুব্ধ হয়। সূরা তাওবা-৫৮।

২৩। মুনাফিকরা নিজেদের কাজে খুব খুশি হয়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে। সূরা আল-ইমরান-১৮৮।

২৪। মুনাফিকরা অন্যের কাজ দ্বারা প্রশংসা চায়।

وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা যাহা নিজেরা করে নাই এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে। সূরা আল-ইমরান-১৮৮।

২৫। মুনাফিকরা বড়ই সুবিধাবাদী।

وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۝

অর্থাৎ- এবং তোমার প্রতি-পালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে মুনাফিরা বলিতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। সূরা আনকাবুত-১০।

২৬। মুনাফিকরা শর্ত করে দান করে।

لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

অর্থাৎ- মুনাফিকরা বলে আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সদকা দিব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব। সূরা তাওবা-৭৫।

২৭। মুনাফিকদের সালাতে ডাকলে ঠাট্টা করে।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا–

অর্থাৎ- মুনাফিকদের যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। সূরা মায়েদা-৫৮।

২৮। মুনাফিকরা নামায পড়ে ও দান করে অনিচ্ছা সত্বে।

وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ–

অর্থাৎ- মুনাফিকরা সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে। সূরা তাওবা-৫৪।

২৯। মুনাফিকদের সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে। সূরা তাওবা-৫৪।

৩০। মুনাফিকরা অন্য লোকদেরকেও দান করা থেকে বিরত রাখে।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা বলে 'তোমরা আল্লাহর রাসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পরে।' সূরা মুনাফিকুন-৭।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা রাসুলের (সঃ) সঙ্গী সাথীদের জন্য ব্যয় করতে নিষেধ করে। ইবনে উবাই যে আনসারের কাছে মুহাজিরদের প্রতি সাহায্য বন্ধের আহবান জানিয়েছিল এখানে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করাতে মুনাফিকরা সর্বদাই তৎপর। মুনাফিক ব্যক্তি ধনী মুসলমানের কাছে গিয়ে সাহায্য বন্ধের জন্য তদবির করে, আবার গরীব মুসলমানদের কাছে এসে বলে যে, তোমাকে দেয়া হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়, তোমার আসলে আরো অনেক পাওনা ছিল।

দান-সদকার ব্যাপার ছাড়াও তারা পারস্পারিক লেনদেন হিসাবেও গোলমাল লাগিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটলে তাদের পরামর্শ না মানাকেই এর জন্য দায়ী করে। কখনো শত্রুতার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে, আবার কখনো সম্পদ ফুরিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে তারা আমাদের হাতের মুঠোকে বন্ধ রাখতে চায়। যে কোন ধরনের দানশীলতাকে তারা বোকামী বলে প্রচার করে। আসল কথা হল, মুসলমানদের পারস্পারিক ত্যাগ ও ভালবাসা মুনাফিকদের জন্য হিংসার কারণ। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইবনে উবায়ের উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মূখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। মুনাফিকরা নিজেদের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের পথে যাদেরকে পথের কাটা মনে করে তাদেরকে বহিষ্কার করতে উঠে পড়ে লাগে। এক মুসলমানের কাছে তদবির করে অপর মুসলমানকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানেরা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি থেকে সরে যাওয়ার ফলে মুনাফিক নেতারা সামান্য অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতার ধুয়া তুলে মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করতে চায়, একদল মুসলমানকে বিক্ষুদ্ধ করে তাদের দ্বারা আরেক দল মুসলমানকে বিতাড়িত করে মুসলমানদের উপর কুফরী শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু মুনাফিকরা নিজেদের অবৈধ অধিকার আদায় এবং মুসলমানদের বিভক্ত করার জন্য সংগ্রাম চালায়। তাই কোন মুসলমানেরই উচিত নয় নিজেদের বৈধ অধিতকার আদায় করতে গিয়ে মুনাফিকদের অবৈধ স্বার্থ ও হীন উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হওয়া।

মুনাফিকরা নিজেদেরকে যেমন মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তেমনি কাফেরদেরকে নিজেদের চেয়ে অধিক সম্মানিত মনে করে এবং তাদের সান্নিধ্যকেই নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির উপায় বলে গণ্য করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন, "যারা ঈমানদারদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে ইজ্জত খোঁজে? অথচ সমস্ত ইজ্জতের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ" সূরা নিসা-১৩৯।

যে মুসলমানের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়ার কথা, সেই মুসলমান আজ সামান্য টাকার লোভে মুসলিম ভাইয়ের মোকাবেলায় শত্রু সৈন্যদের পথ পরিস্কার করতে প্রাণ বিসর্জন দেয় প্রভুভক্ত কুকুরের মত।

৩১। মুনাফিকরা পাপের কাজে দ্রুত খুশি হয়।

وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ٥

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকদের অনেকেই তুমি দেখিবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে খুব দ্রুতগামী বা তৎপর। সূরা মায়িদা- ৬২।

৩২। মুনাফিকরা গভীরবাবে এবাদাৎ করতে চায় না।

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ

اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ٥

অর্থাৎ ঃ যখন আমাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন মুনাফিকরা মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? সূরা নিসা-৭৭।

৩৩। মুনাফিকরা মোমিনদের অমঙ্গলের প্রতিক্ষায় থাকে।

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ٥ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ

مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ

وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

অর্থাৎ ঃ যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতিক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি কাফিরদের বিজয় হয়, তবে তাহারা বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদিগকে মুমিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?

সূরা নিসা-১৪১।

৩৪। মুনাফিকরা অসৎকর্মের নিদের্শ দেয়।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمَعْرُوْفِ ٥

অর্থাৎ ঃ মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎ কর্মের নিষেধ করে। সূরা তাওবাহ-৬৭।

৩৫। মুনাফিকরা গাধার মত।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ٥

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকদের কী হইয়াছে যে, উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভের মত। সূরা মুদ্দাচ্ছির - ৪৯/৫০।

৩৬। মুনাফিকদের নেতৃত্ব মানা হারাম।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ٥

অর্থাৎ ঃ সাবধান তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবে না।

সূরা আহযাব - ১ আয়াত।

৩৭। মুনাফিকরা আসফালন করে বেশী।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ অতএব তাহারা বেশী করে হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। সুরা তাওবা- ৮২।

৩৮। মুনাফিকরা নিজেদের ছাড়া মুমিনদের প্রতারিত করতে পারে না।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ ও মু'মিনদিগকে তাহারা প্রতারিত করতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করেনা, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

সূরা বাকারা-৯।

৩৯। মুনাফিকরাই অশান্তি সৃষ্টি করে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ٥ اَلَا
اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ তাহাদিগকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না', তাহারা বলে 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। সাবধান! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না। সূরা বাকারা -১১/১২

৪০। মুনাফিকরা সত্যের ধার ধারে না।

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَٰنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۝

অর্থাৎ ঃ যাহারা নিজেদের সত্য ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়। সূরা মুহাম্মদ - ২৫।

৪১। মুনাফিকরা তাদের অন্তরের কথা কখনও খুলে বলে না।

يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা যাহা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে। সূরা আল-ইমরান- ১৫৪।

৪২। মুনাফিকরা রাতে কুপরামর্শ করে।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۝

অর্থাৎ ঃ তাহারা বলে, ' আনুগত্য করি; অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল যাহা বলে তাহার বিপরীত পরামর্শ করে; আল্লাহ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সূরা নিসা-৮১।

৪৩। মুনাফিকরা মুমিনদেরকে দোষারোপ করে।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থাৎ ঃ মুমিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদের যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রুপ করে, আল্লাহ উহাদিগকে বিদ্রুপ করেন; উহাদের জন্য আছে মর্মদন্ত শাস্তি। সূরা তাওবা-৭৯।

৪৪। মুনাফিকরা মিথ্যা কছম করে।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ـ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নহে, বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় করিয়া থাকে। সূরা তাওবা- ৫৬।

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে, "তারা তাদের শপথ সমূহকে ঢাল রূপে ব্যবহার করে। অতঃপর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে।" অর্থাৎ তারা অন্তরে কুফর ও নেফাক, মৌখিক কুফরি ও অশ্লীল বাক্য এবং যুলুম অত্যাচার ও অপরাধ মূলক কার্যকলাপের কথা ঢেকে রাখার জন্য শপথ নিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা চালায়। তারা আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার জন্য যে সব কর্মপন্থা নির্ধারণ করে, মানুষের কাছে সেগুলোর জন্য ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য বা কারণ ব্যক্ত করে এবং তাদের সে ওজরকে প্রমাণ করার জন্য শপথ বাক্যের আশ্রয় নেয়। এছাড়া আল্লাহর দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য অর্জনের পর সেই আনুগত্যকে পুঁজি করে নিজের অনুগত মানুষকে আল্লাহর পথের বিপরীতে পরিচালিত করাও মুনাফিকদের এক কুট কৌশল।

৪৫। মুনাফিকরা ইসলামের জন্য দূরের সফরে যায় না।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ـ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۝

অর্থাৎ ঃ আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রা পথ সু-দীর্ঘ মনে হইলে উহারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে, " পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বাহির হইতাম।" সূরা তাওবা-৪২

৪৬। মুনাফিক ও মু'মিনদের সম্পর্ক কেমন হবে।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ–

অর্থাৎ ঃ হে নবী কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, সেটা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। সূরা তাহরিম- ৬৬।

৪৭। মুনাফিকরা হেদায়েত পাবে না।

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا– نساء– ٨٨

অর্থাৎ ঃ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা এই মুনাফেকদের ব্যাপারে দুই দল হইয়া গেলে, অথচ আল্লাহ তায়ালা ইহাদের আমলের দরুন ইহাদিগকে উল্টা দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে এইরূপ লোক দিগকে হেদায়েত করিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন তাহার জন্য কোনই পথ খুঁজিয়া পাইবেনা। সূরা নিসা- ৮৮।

৪৮। মুনাফেকির পরিণতি।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ– حديد– ١٣

অর্থাৎ ঃ যেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুসলমান দিগকে (পুলসুরাতের উপর) বলিবে আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের আলো হইতে কিছু আলো গ্রহণ করি তখন তাহা দিগকে বলা হইবে যে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া যাও। তারপর আলো তালাশ কর। অতঃপর তাহাদের উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে একটি দরওয়াজা থাকিবে ইহার অভ্যন্তর রহমত হইবে আর বহির্ভাগে আযাব হইবে। সূরা হাদীদ-১৩।

৪৯। মুনাফিকরা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিক নর, মুনাফিক নারীও কাফির দিগকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি। সূরা তাওবা - ৬৮।

৫০। মুনাফিকদের জন্য দোয়া করা বেকার।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۝

অর্থাৎ ঃ হে নবী তুমি মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তরবার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। সূরা তাওবা - ৮০।

৫১। কখনও মুনাফিকদের জানাজা পড়া যাবে না।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকরা মারা গেলে হে নবী তুমি কখনও উহাদের জন্য জানাজা সালাত পড়িবে না এবং উহাদের কবর পার্শ্বে দাঁড়াইবে না। সূরা তাওবা - ৮৪।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর এই নির্দেশ পালিত হলে বেনামাজীরা তথা মুনাফিকরা ভয় পেতে থাকবে ফলে ইসলামের আসল প্রাণ ফিরে আসবে।

৫২। মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا۝

অর্থাৎ ঃ মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না। সূরা নিসা - ১৪৫।

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমানদের উচিত মুনাফিকি করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা।

৫৩। মুনাফিকদের দান আল্লাহ কবুল করেন না।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ

وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ বল, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচ্ছাকৃত তোমাদের নিকট হইতে তাহা কিছুতেই গৃহীত হইবে না, তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

উহাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাহার রাসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে। সূরা তাওবা - ৫৩/৫৪।

৫৪। মুনাফিক ও গুনাহগারদের মধ্যে পার্থক্য।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে জানিয়া শুনিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করে না। সূরা আল-ইমরান - ১৩৫।

৫৫। মুনাফিকরা দোয়া চায় না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ

يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ٥

অর্থাৎ ঃ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন' তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয় এবং তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভ করিয়া ফিরিয়া যায়। সূরা মুনাফিকুন - ৫।

৫৬। মোনাফিকরা মিথ্যা প্রশংসা করে।

وَاِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۝

অর্থাৎ ঃ হে নবী (সঃ) উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমনভাবে প্রশংসা করে যেভাবে আল্লাহও তোমাকে করে না। সুরা মুজাদালাহ - ৮।

৫৭। মুনাফিকরা আলাদা মসজিদ তৈরী করে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ এবং যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতি সাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সূরা তাওবা - ১০৭।

ব্যাখ্যাঃ মদীনায় আবু আইমর খাযরাজী নামক এক খৃষ্টান বসবাস করত। রাসুল (সঃ) যখন মদিনায় আগমন করেন এবং মদীনার সর্বত্র ঈমান ও ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেন তখন এই লোকটি ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য দেয়। মদীনায় উত্তরোত্তর ইসলামের প্রসার ও নিজের অপমান প্রত্যক্ষ করে লোকটি মক্কায় পালিয়ে যায় এবং অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে লড়াই করে। হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। তারপর সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। সিরিয়া থেকে লোকটি মদীনার মুনাফিকদের নিকট পত্র লিখে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি রোমান বাহিনী নিয়ে আসছি। তোমরা মসজিদ নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে সেখানে সমবেত হয়ে তোমরা সলাপরামর্শ করতে পার এবং আমার দূত সেখানে তোমাদের নিকট পত্র আদান প্রদান করতে পারে। আমি নিজেও ফিরে এসে যেন সেখানেই অবস্থান নিতে পারি।

পরিকল্পনা মোতাবেক মুনাফিকরা মসজিদ নাম দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তারা এসে তাতে গিয়ে নামাজ আদায় করার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট আবেদন জানায়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বিষয়টিকে তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মুলতবী রাখেন। এর মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা অহির মাধ্যমে মসজিদটির ইতিবৃত্ত ও ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। নবী (সঃ) সাহাবাদের পাঠিয়ে গৃহটি গুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেন। এভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় এক ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। এ ঘটনায় মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

৫৮। মোনাফিকদের প্রদান ৪টি বৈশিষ্ট্য।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتبع مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ— بخارى

অর্থাৎ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী করিম (সঃ) বলেন চারটি দোষের যে কোন একটি যার মধ্যে থাকবে সে খাটি মুনাফিক, আর তা হল (ক) আমানতের খেয়ানত করা। (খ) কথা বললে মিথ্যা বলা, (গ) ওয়াদা খেলাফ করা। (ঘ) ঝগড়ার সময় গালাগালি করা। বোখারী বাংলা আধুঃ প্রঃ ২২৮০/২৯৪০, মুসলিম বাংলা ফাউঃ ১ম-১১৪, মেশঃ বাংলা ১০-৪৯।

ব্যাখ্যা ঃ এরপর মুনাফিকের অন্যতম চরিত্র হল আমানতের খেয়ানত করা। "আমানত ঈমানের হতে পারে, অর্থের হতে পারে, কথার হতে পারে, সম্পদের হতে পারে, দায়িত্বের হতে পারে। এগুলি রক্ষা করা ইমানদারদের কাজ আর নষ্ট করা মুনাফিকের কাজ।" এ আমানত সম্বন্ধে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا—

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। আমানত উহার হকদারকে প্রত্যার্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়নতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্ব শ্রোতা সর্ব দ্রষ্টা। সূরা নিসা-৫৮।

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থাৎ ঃ কেহ আল্লাহর সাথে শরিক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন। সূরা মায়েদা-৭২।

✡ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا—— لَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ—

অর্থাৎ ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া পরস্পরের আমানত সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। সূরা আনফাল-২৭।

✡ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

অর্থাৎ ঃ তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। সূরা বাকারা-২৮৩।

✡ সূরা মু'মিনুনের প্রথম রূকুতে মু'মিন হওয়ার গুনাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ অন্যতম গুনাবলী আমানত রক্ষা করার কথা বলেছেন। যথাঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ—

অর্থাৎ নাজাত প্রাপ্ত মু'মিন তাহারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। সূরা মু'মিনুন-৮।

আমাদের সমাজে আজ প্রতিনিয়ত আমানতের খেয়ানত হতেই আছে। সমাজে আজ না আছে কথার আমানত, না আছে টাকার আমানত, না আছে জমির আমানত, না আছে চাকুরীর আমানত, না আছে চাকুরীর দায়িত্বের আমানত। যদি দায়িত্বে আমানত থাকতো তাহলে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ফাইল যেতে ৬ মাস সময় লাগতো না। প্রার্থী হওয়ার সাথে সাথে অফিস কর্মচারী তৎপর হতো এই ভয়ে যে, সে একদিন রোজ কেয়ামতের মাঠে এর জন্য আল্লাহর দরবারে জওয়াব দিতে হবে।

৫৯। এমন ২টি গুণ মুনাফিকদের মধ্যে আসবে না।

عن ابى هريرة رض قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم

خَصْلَتَانِ لَا تَجْمَعَانِ فِيْ مَنَافِقٍ حُسْنُ سمتٍ وَلَا فِقْهٍ فِي الدِّيْنِ-

شكوة

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন এমন দুটি গুণ যাহা মোনাফিকদের মধ্যে একত্র হতে পারে না। তাহা হলঃ ১) সু-স্বভাব ২) দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। মেশকাত-

৬০। মুনাফিকরা জিহাদ করে না।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ

وَلَمْ يَغْذُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسِهِ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ- مسلم

অর্থাৎ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেছেন যে লোক জিহাদ করল না বা অন্তরে জিহাদের বাসনা রাখল না এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে যেন মোনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

৬১। নামায রোজা করেও মানুষ মুনাফিক হয়।

عن الاعلاء بن عبد الرحمن قال اٰيَةُ الْمُنٰفِقِ ثَلَاثٌ وَان صَام

وَصَلّٰى وَزَعِمَ انه مُسْلِمٌ- مسلم

অর্থাৎ ঃ হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মুনাফিকের আলামত ৩টি যদিও সে সিয়াম পালন করে নামায আদায় করে এবং মনে করে সে মুসলমান। মুসলিম শরীফ আরবী। মুসলিম বাংলা ইসঃ ফাউঃ ১ম খন্ড, হাঃ নং- ১১৭।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا

فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

অর্থাৎ ঃ অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনও মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীন বিরোধের বিচারক না করে। অতএব তোমার মিমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা না থাকে বরং তা মনে প্রাণে মেনে নেয়। (সূরা নেসা- ৬৫)

ব্যাখ্যাঃ কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে জনৈক মুসলমান এবং জনৈক ইহুদীর মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতএব তারা এই বিরোধের নিস্পত্তি নেওয়ার জন্য নবীজীর (সঃ) নিকট যেতে সম্মত হয়। তারা একদিবস নবীজির (সঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে আপন আপন বক্তব্য প্রদান করে। অতএব তিনি উভয়ের বক্তব্য শোনার পর রায় প্রদান করেন। রায় ইহুদীর পক্ষে চলে যায়। এতে মুসলমান সন্তুষ্ট হতে না পেরে হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) স্মরণাপন্ন হয় এবং পুনঃবিচার প্রার্থনা করে। তিনি সব কিছু শোনার পর তাকে বললেন, "একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই তোমার বিচার করে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি ঘর থেকে তরবারী এনে উক্ত মুসলমানের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়। অতএব মুসলিমগণ একযোগে হযরত ওমরের (রাঃ) বিরুদ্ধে নবীজির (সঃ) নিকট অভিযোগ জানাল এবং এর সুষ্ঠু বিচার দাবী করল। সে সময় আল্লাহর তরফ থেকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হল যে কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলামান হতে পারবে না যতক্ষণ না সে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ তার প্রদত্ত হাদীসকে মনপ্রাণে গ্রহণ না করে। এক্ষেত্রে যে মুসলমানটি ফারুকে আযমের (রাঃ) নিকট গমন করেছিল সে প্রকৃত মুনাফিক ছিল এবং হযরত ওমর (রাঃ) তার শিরঃচ্ছেদ করে সর্ব প্রথম মহানবীর (সঃ) প্রতি তার আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি বড় করে দেখিয়েছেন যা প্রতিটি মুসলমানদের অনুসরণ করা ফরজ। কিন্তু তা না হয়ে আজকাল পবিত্র কোরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে প্রচলিত ইমামদের কথার দোহাই দিয়ে কত যে হাদীসের বিরোধীতা করা হচ্ছে তার কোন হিসাব নাই। আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো অনুসরন করবে, সে আমার দলের নয়, সে আমার দলের নয়। ঘটনাটি ছালাবী ইবনে আবি হাতেম ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়াতক্রমে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। উক্ত ঘটনা মুসনাদে আবি হাতিম ও ইবনে মারদুইয়াহ এর মধ্যে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাফছিরে মা'রেফুল কুরআন সুরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের শানে নুযুলে এ ঘটনা রয়েছে।

৬২। মুনাফিকরা ইসলামে সাহায্যকারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

عن انس رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ– متفق عليه

অর্থাৎ ঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সঃ) বলিয়াছেন আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন। আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মোনাফিকের চিহ্ন। মেশকাত বাংলা ১১ম, হাঃ নং - ৫৯৫৫।

ব্যাখ্যাঃ ধন সম্পদের বেলায় আমাদের কর্তব্য হল একে নিজের ও পরিবারের কল্যাণের পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে, আর সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের করনীয় হল তাদেরকে আদর - যত্নের সাথে লালন পালনের পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সৈনিক রূপে গড়ে তুলতে হবে। জাগতিক সম্পদ ও সম্মান অর্জনের তুলনায় ঈমানী সম্পদ ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতি অধিক উৎসাহ দিতে হবে। মোটকথা, আমাদের সন্তান সন্তুতির যেন ব্যক্তিগত এবাদত বন্দেগী থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পর্যন্ত কোন পর্যায়েই আল্লাহর হুকুম পালনে অন্তরায় না হয়। নিজের ও পরিবার পরিজনের শৌখিন ভোগ বিলাসের জন্য যেন অন্যদের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে গাফেল না হই, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজের স্বার্থের জন্য মানুষের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া ঈমানদারদের কাজ নয়, বরং মুনাফিকদের কাজ। মুনাফিকরা মূলত ধন- সম্পদ ক্ষমতা ও জৈবিক চাহিদার জন্যই ঈমান হারিয়ে মুনাফিক হয়েছে।

৬৩। মুনাফিক ও কাফিরদের শাস্তি একই জায়গায় হবে।

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন। সূরা আল-ইমরান-১৪০।

৬৪। মুনাফিকের বিদ্বেষভাব আল্লাহ প্রকাশ করে দেন।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ–

محمد–٢٩

অর্থাৎ ঃ যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? সূরা মুহাম্মদ- ২৯।

৬৫। মুনাফিকদেরকে বন্ধু গ্রহণ করা নিষেধ।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

অর্থাৎ ঃ ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখান কারীদেরকে আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। সূরা মুজাম্মেল-১১।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ যে কোরআনে নামাযকে ফরজ করা হয়েছে। সেই কোরআনেই মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বলেছেন অথচ দেখা যায় আমরা নামাযকে যত গুরুত্ব দেই মুনাফিকদের ব্যাপারে তত সতর্ক হই না। ইহা জঘন্যতম অপরাধ।

পরিশিষ্ট

মুনাফিকি চরিত্রের মুসলমানেরা অবশ্যই দেখতে পায় যে ১৪ শতাধিক বছর আগে অবতীর্ণ কুরআন কিভাবে আজও তোমাদের চিহ্নিত করছে। এসব নিদর্শন দেখার পরও কি তোমাদের হুশ হবে না?

দরিয়ার সমস্ত পানিকে কালি বানালেও হয়তো তোমাদের কার্যকলাপের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর আদিষ্ট ফেরেশতারাই তোমাদের পরিপূর্ণ আমলনামা লিপিবদ্ধ করতে পারে। তবে আমি আল্লাহর কিতাবের অফুরন্ত ভান্ডার থেকে কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করে সেগুলোর আলোকে একটি মিনি আমলনামা তৈরী করে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

খেলার মাঠে নিশ্চয়ই ফুটবল খেলা দেখেছ। কেউ ফাউল করলে তাকে প্রথমত হলুদ কার্ড দেখান হয়, লাল কার্ড দেখান হয় না। কিয়ামতের দিন লাল কার্ড দেখা থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। সেদিন কিন্তু ফাইনাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ হলুদ কার্ড দেখে সাবধান হও, লাল কার্ড যেন দেখতে না হয়। কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত আমলনামা দেখা থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। যেখানে তোমরা আল্লাহর বান্দাদের কাছেই ধরা পড়ে গেছ, সেখানে আল্লাহর হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাবে ভেবে দেখ। মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা কেউ হয়ত নিজের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রকাশ্য কাফের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, কেউবা তওবা করে ঈমানাদার হয়ে যাবে, আবার কেউ হয়ত যেমন আছে তেমনই থাকবে। আবার কেউ কেউ তাওবা ও অনুতাপের ভান করে নিত্য নতুন কৌশলে নিজ তৎপরতা চালিয়ে যাবে। মুনাফিক নামে পৃথক কোন

জীব বা জানোয়ার বা প্রাণী সমাজে নেই। এই মানুষের মধ্যেই উল্লেখিত স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে মুনাফিক। অনেকে ভাববেন বেনামাজীরাই মনে হয় মুনাফিক, অমুসলিমরাই মনে হয় মুনাফিক। কিন্তু কার্যতঃ তা নয়।
মুনাফিক মুসলমান, নামাজী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, ছাত্র, আইনজীবি, কৃষক, ব্যবসায়ী ডাক্তার কবি, লেখক কর্মরত ও বেকার বালক, যুবক ও বৃদ্ধ যে কেউ হতে পরে। এক কথায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মুনাফিকের কোননা কোন চরিত্র থাকায় জীবনের প্রতিটি স্তরে দ্বন্দ্ব সংঘাত আর অশান্তি। ঘরে, বাড়ীতে, পাড়ায়, দেশে, বিদেশে, ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অফিস-আদালতে এক কথায় জীবনের সর্ব স্তরে আজ শান্তি ও বিশ্বাসের অভাব। অতএব আজ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে মুনাফিকির কর্মকান্ডকে প্রতিহত করা ফরজ হয়ে দাড়িয়েছে। তা না হলে মুনাফিকিতে বাকী জীবনের শান্তি, স্বস্থি, নিরাপত্তা ও প্রগতি ছিনিয়ে নেয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে হবে। সাবধান এ মুনাফিকরা কিন্তু মুমিনদের সাথেই অবস্থান করছে।
সর্বশেষ আল্লাহর বানী অনুযায়ী করনীয়।

وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ ....

অর্থাৎঃ কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহাদের দ্বীন একনিষ্ঠ থাকে তাহারা মু'মিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মু'মিনদিগকে আল্লাহ অবশ্যই মহা পুরস্কার দিবেন। সূরা নিসা- ১৪৬।

❋ সমাপ্ত ❋

unityofmuslimummah.wordpress.com